দামুড়হুদায় মহিলা দলের নির্বাচনী সমাবেশ

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নির্বাচনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল রবিবার বিকেলে উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে কয়েক হাজার নারী কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয়তাবাদী মহিলা দল দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আয়োজনে সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।

দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ছালমা জাহান পারুলের সভাপতিত্বে নির্বাচনী মহিলা সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, চুয়াডাঙ্গা জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী রওফুল নাহার রীনা, সহ-সভাপতি শেফালি খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান মনির এবং সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথি বলেন, “বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার মধ্যে নারীর উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মূল জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারীসমাজ যাতে পিছিয়ে না পড়ে, সেজন্য দেশনায়ক তারেক রহমান ৩১ দফা প্রণয়ন করেছেন। বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে নারীদের মাধ্যমে পরিবারের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।”

তিনি বলেন, “আগামী নির্বাচনে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে বিএনপি কাউকে বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না; তবে জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাছাড়া চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে যা যা করণীয়, বিএনপি তা-ও নিশ্চিত করবে।”

বিএনপি বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, বিএনপি বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না। তাই আমরা এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না। তবে আমরা এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চুয়াডাঙ্গা উপজেলার জীবননগর ইউনিয়নের মনোহরপুরে একাধিক পথসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে সেই কথাগুলো বলি যা বাস্তবায়নযোগ্য। যা সম্ভব নয়, বা অসম্ভব, সেটা আমরা বলি না। আমরা কৃষির উন্নয়নের কথা বলি, শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলি, তরুণ প্রজন্মের বেকারত্ব কমানো এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কথাই বলি।

তিনি আরও বলেন, বিগত ১৭ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী দলের নেতা-কর্মীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন। হামলা, মামলা, গুম এবং বিভিন্ন প্রলোভনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়েছে দেশের গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ভোটের মাধ্যমে যেটা নির্ধারিত হবে, তা হলো আগামী দিনে দেশের উন্নয়ন কী হবে। আর বেহেশতে যাওয়া, জান্নাতে যাওয়া এটা ব্যক্তিগত কর্ম। কেউ যদি কোরআন শরীফের আড়ালে ছোট ছোট প্রলোভন দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তবে জনগণ বুঝবে।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলতাফ হোসেন, জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রিমন, মনোহরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অন্যান্য নেতা-কর্মী।

দর্শনায় হরিজন সম্প্রদায়ের সাথে বিএনপির নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

দর্শনার আমতলা এলাকায় হরিজন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিএনপির নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক মাহবুবুল ইসলাম খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক মশিউর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আপনারা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিলে হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য আরও ভালো ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। বাংলাদেশ একটি সম্প্রীতির দেশ এ দেশে হিন্দু- মুসলমানসহ সব জাতি-ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। অতীতেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল হরিজন সম্প্রদায়ের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও আমরা আপনাদের জন্য কাজ করে যাব।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল মোল্লা, বিএনপি নেতা হাবিবুল্লা বিশ্বাস, সাবেক সেনা সদস্য আব্দুল হামিদ, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, ছাত্রনেতা মোফা আরিফসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী।

হরিজন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে রংনাল, ভুইফোড়সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জামায়াতের নির্বাচনী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিশাল নির্বাচনী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে এ শোভাযাত্রা শুরু হয়।

শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমীর তাজউদ্দিন খান। নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে আয়োজিত এ মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মহাবুব উল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর মাওলানা খানজাহান আলী, জেলা বায়তুলমাল সম্পাদক জারজিস হোসাইন, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম ও মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি খাইরুল বাশারসহ জামায়াতের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

শোভাযাত্রাটি সদর উপজেলা থেকে শুরু হয়ে ঐতিহাসিক মুজিবনগর এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পরে পুনরায় শহরে ফিরে পৌর কলেজে এসে সমাপ্ত হয়।

সমাপনী বক্তব্যে মাওলানা তাজউদ্দিন খান শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করায় সাধারণ জনগণ ও নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠপর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা আরও জোরদার করা হবে। এ সময় তিনি আসন্ন নির্বাচনে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে নেতাকর্মীদের সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

গাংনীতে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের নির্বাচনী গণসংযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলি ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন। গতকাল সোমবার বিকেলে নওয়াপাড়া গ্রামে এ গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমার ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। কিন্তু আমার কোনো ভুলভ্রান্তি মনে রেখে ধানের শীষকে ভুলে গেলে চলবে না। ধানের শীষ প্রতীক মেহনতী মানুষের প্রতীক। ধানের শীষ মানে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। এই ধানের শীষের প্রতীককে রক্ষা করতে গিয়ে আপনারা গত ১৬ বছর বিভিন্ন সময়ে জেল জুলুম হামলা মামলা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ধানের শীষকে বিজয়ী করলেই মানুষের মুক্তি মিলবে, দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। তাই সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষ প্রতীককে ভোট দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান মাস্টার।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, আমজাদ হোসেন একজন সৎ ও যোগ্য নেতা। ২০০৮ সালে এমপি থাকাকালীন সময়ে তাকে নানা নির্যাতন, জেল, জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। এসব বিবেচনায় কেন্দ্র তাকে এই আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। যেকোনো মূল্যে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে এই আসনটি উপহার দিতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান, কাথুলি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রবিউল ইসলাম রবি, গাংনী পৌর জাসাসের সদস্য সচিব সুলেরী আলভি, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ সভাপতি মফিজুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি রেজওয়ান হক ইমন, গাংনী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সহ সভাপতি সোহেল রানা,

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক সেবকদলের সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ আল হাসান শাওন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন সহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এই গণসংযোগে স্থানীয়দের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে প্রার্থী ভোটারদের কাছে তার মনোনয়ন ও নির্বাচনী পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

দর্শনার নেহালপুর ইউনিয়নে ধানের শীষ প্রতিকের নির্বাচনী পথসভা

চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকার দর্শনা থানাধীন নেহালপুর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ধানের শীষ প্রতিকে ভোট চেয়ে নির্বাচনী পথসভা করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সংগ্রামী সভাপতি ও বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

গতকাল শনিবার বেলা ৩ টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডের কোটালি, কেষ্টপুর বটতলা বাজার, ডিহি, হিজলগাড়ী, নেহালপুর, নেহালপুর পশ্চিমপাড়া, বোয়ালিয়া, কুন্দিপুর ও দোস্তে গ্রামে এসব নির্বাচনী পথসভা করেন।

স্ব-স্ব ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পথসভা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বিগত দিনে চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় কি হয়েছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। আমি সে বিতর্কে যাব না। আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র মার্কা ধানের শীষ মার্কা। আপনারা সবাই ধানের শীষে ভোট দিবেন। কেন দিবেন? এই জন্য দিবেন, দেশ পরিচালনায় একমাত্র যোগ্যদল বিএনপি। আমাদের দলটি রাষ্টিয় ক্ষমতায় এবং বিরোধী দলে থেকেও রাষ্ট পরিচালনা করেছে। তাই রাষ্ট

পরিচালনার ক্ষমতা একমাত্র বিএনপি’রই আছে।

মানুষের জীবযাত্রার মান উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য আপনারা অবশ্যই ধানের শীষের প্রতীকে ভোট দিবেন। আমি কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না। আমার সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সেটুকু করার চেষ্টা করব। রাষ্টগঠণে তারেক রহমান ৩১ দফা ঘোষনা করেছেন। যেখানে ধর্ম নিয়ে বলা হয়েছে- ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংবিধানস্বীকৃত সকল অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। বিগত সময়ে সংখ্যালঘুদের মন্দির, বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা কিংবা স¤পত্তি দখলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রæতি দিয়েছে বিএনপি।

তরুণদের নিয়ে বলা হয়েছে, তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বেকার ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বেকারত্ব দূর করতে বহুমুখী ও বাস্তসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ এবং তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের বিপুল যুব জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল সম্পদে রূপান্তরীত করার লক্ষ্য রয়েছে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে যুবসমাজের সক্ষমতা বাড়ানো হবে। কৃষি নিয়ে বিএনপি’র ভাবনা হলো কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ধান-গমসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সরকারি ক্রয়কেন্দ্র প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

কৃষিজমির অহেতুক অকৃষি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হবে এবং কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গবেষণা ও উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি’র এই ৩১ দফা রূপরেখা কেবল সরকার পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নয় বরং রাষ্ট্র পরিচালনার প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক জুড়ে একটি ব্যাপক সংস্কার পরিকল্পনা। সংবিধান ও রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তন থেকে শুরু করে অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের একটি খসড়া কর্মসূচি এখানে দেওয়া হয়েছে। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো, বিএনপির ভাষায়, গুণগত পরিবর্তন এনে দেশে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও সুশাসন

প্রতিষ্ঠা করা। তাই আপনাদের প্রতি আমার উদ্যাত্ত আহবান মিথ্যা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। এক দল অতীতে কি করে গেছে সেটা যেমন জানেন তেমনি আর একটি দল ক্ষমতায় আসার জন্য নানা ভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। দল বা কোন মার্কার উপরে পরকালে ভাগ্য নির্ধারণ হবে না। এটা যারা বলছেন তারা আপনাদের সাথে মিথ্যা কথা বলছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দর্শনা থানা বিএনপি’র সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী, সিনিয়র সহসভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগাঠনিক সম্পাদক মহিদ জোযার্দ্দার, নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ফরজ আলী, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সহসভাপতি মাসুদ রানা, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক আবুসালেহ মেম্বর, সাংগাঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটন, সদস্য সচিব সাজদেুর রহমান মিলন, যুবদল নেতা হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মেহেদী হাসান মাষ্টার প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন, জহুরুল ইসলাম, নুরননবী, ছানোয়ার হোসেন, জলিল উদ্দিন, আমজেদ হোসেনসহ ৯টি ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা।

আলমডাঙ্গা পৌরসভায় নির্বাচনী গ্রাম কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের গ্রাম কমিটির লক্ষ্যে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল ৩টায় ২নম্বর ওয়ার্ডে গ্রাম কমিটি গঠনের লক্ষে নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও জেলা যুব জামায়াতের সভাপতি জনাব শেখ নুর মোহাম্মদ হুসাইন টিপু। তিনি বলেন, দূর্নীতিমুক্ত সমাজ ও দেশ বিনির্মানে একমাত্র জামায়েত ইসলামের

ন্যায় ও সততার দ্বারা সম্ভব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সংগ্রামী আমির ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জননেতা শফিউল আলম বকুল। তিনি বলেন, আল্লাহর ইবাদত মনে করে জামায়াতে ইসলামের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য ভোটের মাঠে মেধা শ্রম আর সততা আদর্শ নিয়ে কাজ করে যাবেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন আমির মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক বাবলু, পৌর শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন সভাপতি জনাব সাহিন শাহিদ,উপজেলা মানবাধিকার সম্পাদক জনাব শফিউজ্জামান মিঠু, ইউনিয়ন সেক্রেটারি জনাব আলতাফ হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি জনাব আনারুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল হালিম। ওয়ার্ড সহ সভাপতি লাহাউদ্দীনে সঞ্চালনায় প্রায় ৫ শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১টায় প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজুল ইসলাম তফসিল ঘোষণা ও খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন।

তফসিল অনুযায়ী ১৩ আগস্ট ভোটার তালিকার আপত্তি দাখিল ও নিস্পত্তি, ১৪ আগস্ট চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ১৫ ও ১৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র বিক্রি, ১৮ আগস্ট দাখিল, ১৯ আগস্ট যাচাই-বাছাই ও আপত্তি নিস্পত্তি, ২০ আগস্ট প্রার্থিতা প্রত্যাহার, ২১ আগস্ট চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ এবং ৩০ আগস্ট ভোট গ্রহণ হবে।

তফসিল ঘোষণায় উপস্থিত ছিলেন, আহ্বায়ক শাহ আলম মন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, অ্যাডভোকেট সহিদুল ইসলাম, শেখ শফিউজ্জান, জামসেদুল হক মুনি, বশিরুল আলম, সাহাবুল জক, রুনু খন্দকার, কাইরুল মামুন, আতিক বিশ্বাস, ফাহিম ফয়সাল, জাফর জুয়েল,

কবি গোলাম রহমান, রিফাজ উদ্দিন, শামিম রেজা, আবু জাফর, হাসিবুল হক, মহাসিনুজ্জামান চাঁদ, রুহুল আমিন, কবি এম সিদ্দিকুর রহমান, মহসিন আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ঢাকা গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্ন হুবহু গাইড বই এর ফটোকপি

হরিণাকুণ্ডুর প্রিয়নাথ স্কুলের প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার বাংলা প্রথম পত্রের সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন হুবহু পাঞ্জেরী গাইডের মডেল টেস্ট থেকে ফটোকপি করে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র প্রশ্নের উপরে স্কুলের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রশ্নেই গত ২৪ জুন মঙ্গলবার বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষা নেওয়া হয়। অথচ কথা ছিল শিক্ষক নিজেই প্রশ্ন করবেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষক করলেন হুবহু নকল।

এদিকে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের নিদের্শনা মোতাবেক এ বৎসর প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলে জানিয়েছেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। তবে শিক্ষার্থীর উপকারের স্বার্থে বিশেষ নামে কেউ পরীক্ষা নিতে পারে তবে সেটা তারা নিজেরা প্রশ্ন প্রনয়ন করে নিবে কারও প্রশ্ন নকল কেও নয়।

কিন্তু প্রাক নির্বাচনীর নামে পরীক্ষা নেওয়া যাবেনা। যদি কোন স্কুল প্রাক নির্বাচনীর নামে পরীক্ষা নেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হরিণাকুণ্ডুর প্রিয়নাথ স্কুলের প্রশ্ন প্রস্তুতকারী শিক্ষক সালাউদ্দীন বুলু জানান, প্রশ্ন করার জন্য একটি কম্পিউটারের

দোকানে গিয়েছিলাম কিন্তু দোকানদার আমাকে বলে ছিলো আমার সময় নেই। তিন সেট প্রশ্ন করা আছে সেখান থেকে একটি সেট নেন। তখন আমি আমার পড়ানো অনুযায়ী একটি সেট পচ্ছন্দ করি। তারপর প্রশ্ন সেট করে স্কুলে জমা দিই। কিন্তু পরীক্ষার পর বিষয়টি জানতে পারি। পরবর্তীতে আর এমন হবে না বলে তিনি জানান। বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

হরিণাকুণ্ডু প্রিয়নাথ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ হাসানুজ্জামান বাদল বলেন, আমি শিক্ষকদের সবসময় নিজে প্রশ্ন করার কথা বলি। তারপরও একজন শিক্ষক ভুল করে ফেলেছে। আমি কঠিন হস্তে দেখভাল করবো যাতে পরবর্তীতে আর এমন ঘটনা আর না ঘটে।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা আব্দুল বারী বলেন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে ডাকা হয়েছে। তারপর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হরিণাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বি.এম তারিক-উজ-জামান বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। বিষয়টি খোজ খোবর নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান।

ঝিনাইদহ জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো লুৎফর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীর উপকারের স্বার্থে বিশেষ নামে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তবে কোন গাইড থেকে প্রশ্ন করা যাবেনা। এছাড়া সরকারী নিয়ম অনুযায়ী অথ্যাৎ যশোর বোর্ডের নিদের্শনা অনুযায়ী এ বৎসর প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা আগষ্ট মাসে হওয়ার কথা রয়েছে।

কিন্তু প্রাক নির্বাচনীর নামে পরীক্ষা নেওয়া যাবেনা। যদি কোন স্কুল প্রাক নির্বাচনীর নামে পরীক্ষা নেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি আরো জানান।

মেহেরপুর সদরে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[